আজকের কাগজ
তারিখ ..2 8 JAN 1996 ....
পৃষ্ঠা ৬ কলাম .. 2 ......

৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় অভিভাবক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হতে পারে

আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৭তম সিন্ডিকেটের সভা। এই সভাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র টানটান উত্তেজনা লক্ষ্য করা গেছে। সবার লক্ষ্য এখন সিন্ডিকেট। কি হয়, কি হতে পারে এই গুঞ্জনে সর্বত্র মুখরিত। উল্লেখ্য, এই সিন্ডিকেটটি একটি বিশেষ কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সিন্ডিকেটেই গত বছরের ২৮ এপ্রিল ইবি'র হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানা গেছে। গত বছর ২৮ এপ্রিল ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ইসলামী ছাত্র শিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে ছাত্র শিবিরের হাতে ভর্তি পরীক্ষা দেখতে আসা একজন অভিভাবক নিহত হয়। একজন নিহত ছাড়াও ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মীর জিল্লুর রহমান; জিয়া হলের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পান্নাসহ বিভিন্ন দলের শতাধিক নেতা কর্মি শিবির কর্মিদের হাতে আহত হয়। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটি গত বছরের নভেম্বরে রিপোর্ট পেশ করে। রির্পোর্টে এ হত্যাকাণ্ডের জন্যে কাউকে নির্দিষ্টভাবে দায়ী করা হয়নি। বরং ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের সৃষ্ট সংঘর্ষকেই উক্ত হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ধারণা করা হচ্ছে- ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র সংঘর্ষে যেহেতু উক্ত হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয় সেহেতু উভয় দল থেকেই চিহ্নিত সন্ত্রাসিরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হতে পারে। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ (শা-পা), ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রফ্রন্ট নেতারা মনে করেন যদি সিন্ডিকেট নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে উভয় পক্ষ থেকেই চিহ্নিত সন্ত্রাসিরা বহিষ্কার হবার সম্ভাবনা থাকে। তারা বলেন, পুরো ব্যাপারটি নির্ভর করে উপাচার্যের সৎ মনোভাব ও কর্তব্য নিষ্ঠার ওপর। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমানুর আমান।